যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৭৮

১/ বিবিধ

আরবী

لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا

منكر

أخرجه أبو داود (1 / 389) والخطيب في " التلخيص " (1 / 78) وعنه البيهقي (4 / 334) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وقال الخطيب: قال أحمد: حديث غريب

قلت: وهذا سند ضعيف فيه جهالة واضطراب

أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر وبشير من التقريب: مجهولان، ونحوه في " الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في " التاريخ " (1 / 2 / 104) وأبي عثمان النجيرمي في " الفوائد " (2 / 5 / 1) لكنه لم يسلم من جهالة بشير ولذلك قال البخاري عقبه: ولم يصح حديثه

وأما الاضطراب فقد بينه المنذري في " مختصر السنن " (3 / 359) فقال: في الحديث اضطراب، روي عن بشير هكذا، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك، وذكره البخاري في " تاريخه "، وذكر له هذا الحديث، وذكر اضطرابه وقال: لم يصح حديثه، وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.

قلت: وقال ابن الملقن في " الخلاصة " (1 / 73) : وهو ضعيف باتفاق الأئمة، قال

البخاري: ليس بصحيح، وقال أحمد: غريب، وقال أبو داود: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب " الإمام ": اختلف في إسناده، وقال عبد الحق (207 / 2) : قال أبو داود: هذا حديث ضعيف جدا، بشر أبو عبد الله وبشير مجهولان.
ولا يقويه أنه روى الشطر الأول منه من حديث أبي بكر بلفظ (الأتي)

বাংলা

৪৭৮। হজ্জ অথবা উমরাকারী অথবা আল্লাহর পথের যুদ্ধকারী ছাড়া কেউ সমুদ্রে ভ্রমণ করবে না। কারণ সমুদ্রের নিচে রয়েছে আগুন আর আগুনের নিচে রয়েছে সমুদ্র।

হাদীসটি মুনকার।

এটি আবু দাউদ (১/৩৮৯), আল-খাতীব “আত-তালখীস” গ্রন্থে (১/৭৮) এবং তার থেকে বাইহাকী (৪/৩৩৪) বিশর আবু আবদিল্লাহ সূত্রে বাশীর ইবনু মুসলিম হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-খাতীব বলেনঃ আহমাদ বলেছেনঃ হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদ দুর্বল। তাতে জাহালাত [অপরিচিত বর্ণনাকারী] রয়েছে এবং ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

যাহালাত; হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব" গ্রন্থে বিশর এবং বাশীরের জীবনীতে বলেছেনঃ তারা দু’জন মাজহুল অপরিচিত। অনুরূপ এসেছে “আল-মীযান" গ্রন্থেও। বিশরের মুতাবা’আত করেছেন মাতরাফ ইবনু তুরাইফ বাশীর ইবনু মুসলিম হতে। যেটি বুখারী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১/২/১০৪) এবং আবূ উসমান আন নুজায়রেমী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৫/১) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাশীর জাহালাত হতে নিরাপদ হননি। যার জন্য ইমাম বুখারী পরক্ষণেই বলেছেনঃ তার হাদীসটি সহীহ নয়।

ইযতিরাব; সেটি মুনযেরী “মুখতাসারুস সুনান” গ্রন্থে (৩/৩৫৯) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ হাদীসটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে তাকে (মাতরাফকে) উল্লেখ করে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার ইযতিরাবও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তার হাদীসটি সহীহ নয়। খাত্তাবী বলেনঃ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মুলাক্কান "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (১/৭৩) বলেনঃ হাদীসটি ইমামদের ঐক্যমতে দুর্বল। বুখারী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। আহমাদ বলেনঃ হাদীসটি গারীব। আবু দাউদ বলেনঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মাজহুল। খাত্তাবী বলেনঃ হাদীসটির সনদকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। আব্দুল হক (২/২০৭) বলেনঃ আবু দাউদ বলেছেনঃ এ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। বিশর এবং বাশীর দু’জনই মাজহুল।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68063

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন